পাক্ষিক

আহ্‌মদী

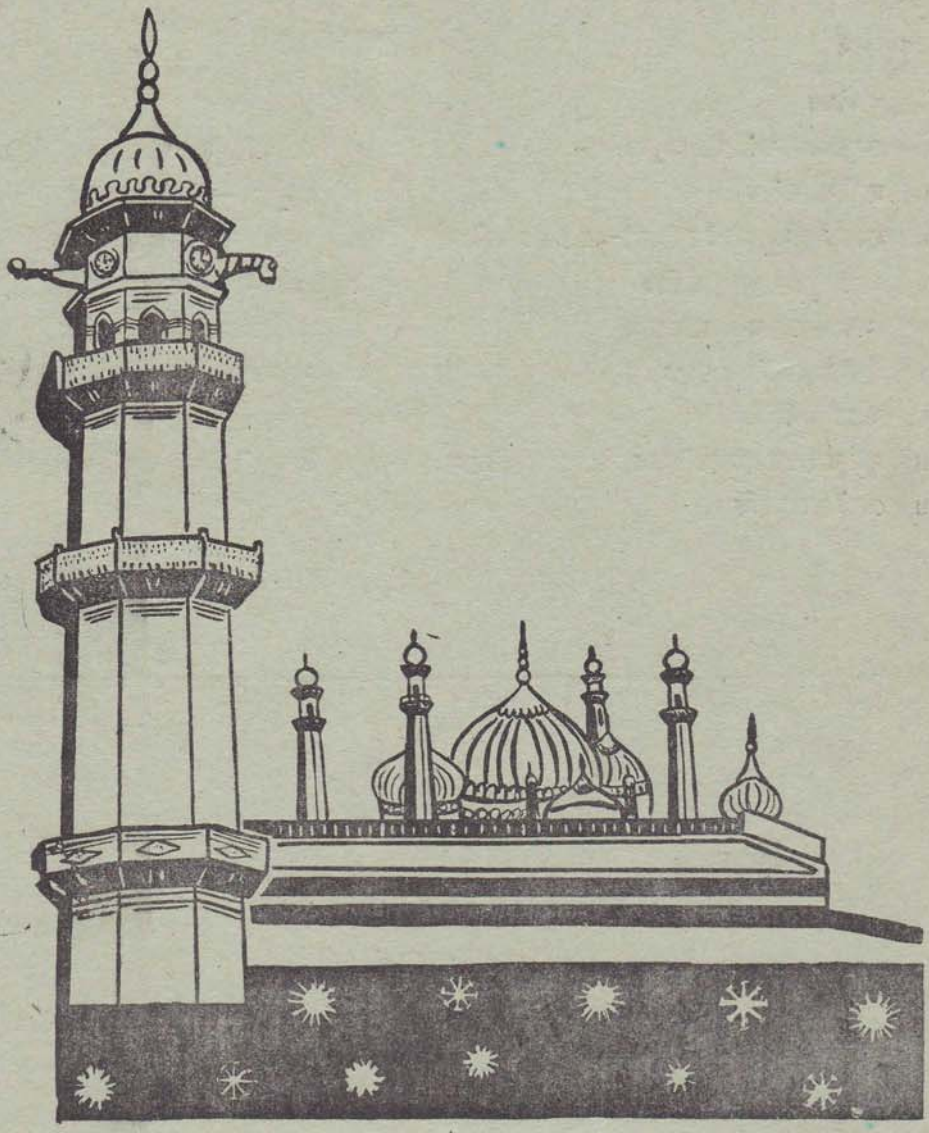

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৮ম সংখ্যা
৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

৮ম সংখ্যা
৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৯ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	২০১
হাদিস শরীফ	অনুবাদ—বশির আহ্‌মদ	২০৩
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী	অনুবাদক—মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	২০৫
আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	২০৭
সেকালের তরুণ মোসলেম	দৌলত আহ্‌মদ খাঁ খাদিম	২১৮
ইসলামের বিজয় রহস্য	সরফরাজ এম, এ, সাত্তার চৌধুরী	২১৯
অন্তর মূখী	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২২১
পূর্ব বাংলায় আহমদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস	মৌলভী মির্জ্জা আলী আখন্দ	২২২
ছোট.দর মহফিল		২২৪

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

হাদিস শরীফ

নামায

ইহার শর্ত এবং ইহার আদব

অনুবাদ—বশির আহমদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১

হযরত ছাওবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন রসুল করীম (সাঃ) নামায শেষ করিতেন তখন তিনি তিনবার "ইস্তাগফার" করিতেন। অতঃপর এই দোয়া করিতে,

"اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ

يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ"

অর্থাৎ ঃ—হে আমার প্রভু! তুমি শান্তির বাহক, তোমার নিকট হইতে শান্তি আসিয়া থাকে। হে সম্মান এবং ইজ্জতের মালিক খোদা, তুমিই বরকতের মালিক। ইমান আওযায়ী হইতে (যিনি এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্য হইতে একজন) জিজ্ঞাসা করা হইল হুযুর ইস্তাগফার কিভাবে করিতেন? তিনি বলিলেন, استغفر الله استغفر الله অর্থাৎ আমি আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, পড়িতেন। (মুসলিম)।

২

হযরত মোয়ায (রাঃ) বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রসুল করীম (সাঃ) তার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, "মোয়ায, খোদাতায়ালার কসম্ তোমাকে আমি ভালবাসি। আমি তোমাকে তাকিদ করিতেছি যে, নামাযের পর এই যিক্র্ পড়িতে ভুলিও না

"اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ

عِبَادَتِكَ"

হে আমার প্রভু! আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমার যিক্র্ করিতে পারি, তোমার শোকর আদায় করিতে পারি এবং উত্তমরূপে তোমার এবাদত করিতে পারি। (আবু দাউদ)।

৩

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা কিছু গরীব মোহাজের রসুল করীম (সাঃ) খেদমতে হাজির হইল এবং বলিল, ধনী লোকেরা অধিক সোয়াব লাভ করিতেছে এবং স্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হইয়াছে। তিনি

بسم الله الرحمن الرحیم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ৩০শে আগষ্ট ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ৩০শে যহুর ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ৮ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

(মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা রা'দ

৩য় রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯। তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যে (বাণী) অবতীর্ণ করা গিয়াছে, তাহাকে যে নিশ্চিত সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছে সেকি তাহার সদৃশ হইতে পারে যে অন্ধ? একমাত্র বুদ্ধিমানগণই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

২০। যাহারা আল্লার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে ভঙ্গ করে না।

২১। এবং যাহারা সেই সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন এবং তাহারা নিজ প্রভুকে

ভয় করে এবং মন্দ (পরিণামজনক) হিসাব সম্বন্ধে ভয় পোষণ করে।

২২। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সন্তোষ লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করিয়াছে এবং নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি উহা হইতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে (আমাদের পথে) ব্যয় করিয়াছে এবং যাহারা পাপকে পুণ্য দ্বারা দূর করে, তাহাদের জন্য আখেরাতে (উত্তম) পরিণাম (নির্দ্ধারিত) রহিয়াছে।

২৩। চিরস্থায়ী বাসের উদ্যান সমূহ। উহাতে তাহারা (নিজেও) প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পিতাগণ এবং তাহাদের স্ত্রীগণ এবং তাহাদের সন্তানগণ হইতে যাহারা পুণ্য কাজ করিবে তাহারাও (উহাতে প্রবেশ করিবে)। এবং ফেরেস্তাগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়া তাহাদের নিকট উপনীত হইবে।

২৪। (এবং তাহারা বলিবে) তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক যেহেতু তোমরা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলে। অতঃএব (দেখ তোমাদের জন্য) আখেরাতের বাসস্থান কতই উত্তম।

২৫। এবং যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পর উহাকে ভঙ্গ করে এবং সেই সম্বন্ধকে ছিন্ন করে যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। এবং যাহারা পৃথিবীতে বিবাদের সৃষ্টি করে তাহাদের জন্য আল্লার অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান (নির্দ্ধারিত) রহিয়াছে।

২৬। আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন (তাহার জন্য) জীবিকা প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা করেন সঙ্কীর্ণ করেন। এবং এই সমস্ত লোক পার্থিব জীবনের উপরই সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ পার্থিব জীবন পরকালের তুলনায় ক্ষনিক সামগ্রী মাত্র।

(ক্রমশঃ)

★

গত সংখ্যার ভুল সংশোধন

সংবাদ কলমে, মজলিশে শুরার যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, উহাতে মাস ভুল ছাপিয়াছে ৬, ৭ আগষ্টের স্থলে ৬, ৭ সেপ্টেম্বর হইবে।

০ ০ ০ ০

কোরআন করীমের অনুবাদে ১ম রুকুর স্থলে ২য় রুকু হইবে।

বলিলেন ইহা কি ভাবে হইতে পারে? তাহারা বলিল, তাহারা (ধনীরা) সেই ভাবেই নামায পড়ে যেভাবে আমরা নামাজ পড়ি, তাহারা সেইভাবেই রোজা রাখে যেভাবে আমারা রোজা রাখি। ইহার সাথে সাথে তাহারা খোদাতায়ালার রাস্তায় খরচ করে। কিন্তু আমরা খরচ করিতে পারি না। তাহারা খোদাতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দাস ও দাসীদের মুক্তি দান করিয়া থাকে এবং আমরা তাহা করিতে পারি না। অতঃপর হুযুর বলিলেন, তোমাদের কি আমি সে সমস্ত কথা বলিব? যদ্বারা তোমরাও তাহাদের সমতুল্য হইতে পার এবং তোমরা তাহাদের চাইতে অগ্রগামী হইতে পার? অর্থাৎ সেই সমস্ত যিক্‌রের বরকতে তোমাদের হইতে আগে কেউ অগ্রগামী হইতে সক্ষম হইবে না। যদি না তাহারও এইরূপ করিতে আরম্ভ করে যেইরূপ তোমরা কর। সেই মোহাজের সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রসুল! নিশ্চই বলুন। তিঁনি বলিলেন প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার سبحان الله (সুবহানাল্লাহ্) الحمد لله (আলহামদুলিল্লাহে) الله اكبر ("অল্লাহুআকবাব") পড়িবে। অতঃপর ঐ সাহাবাগণ (রাঃ)-এর সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। কিছু দিন অতিবাহিত হইবার পর আবার গরীব মোহাজের তাঁহার খেদমতে হাজির হইলেন এবং নালিশ করিলেন যে, আমাদের ধনী ভাইয়েরা এই কথা জ্ঞাত হইয়া গিয়াছেন এবং তাহারাও ইহা পাঠ করিতে শুরু করিয়াছেন। অতঃপর রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া যাহাকে চান দান করেন আমি ইহাকে কিভাবে রদ করিতে পারি। (মুসলিম)।

৪

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাযের পর তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ্", তেত্রিশ বার "আলহামদুলিল্লাহ্" তেত্রিশ বার "আলহু-আকবার" এবং

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি অদ্বীতিয়, তাঁহার কোন অংশীদার নাই, তাহার জন্যই রাজ্য সাম্রাজ্য, তিনিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী এবং সমস্ত জিনিষের উপর তিনি ক্ষমতাবান, যদি এক শত বার পাঠ করে তাহা হইলে তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে পরন্তু যদি তাহার গোনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায়ই হউক না কেন, অর্থাৎ অত্যাধিক হউক না কেন। (মুসলিম)।

(চলবে)

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

শহীদ কে ?

অনুবাদ—মাহমুদ আহ্মদ

স্মরণ রাখিও যে, যুদ্ধে মারা যাওয়াটাই শাহাদত নহে, বরং ইহা প্রমানিত হইয়াছে যে, যাহারা খোদাতা'লার পথে দৃঢ় সংকল্প এবং অবিচল থাকে এবং সকল প্রকার দুঃখ, দুর্দশা ও বিপদ-আপদ সহ্য করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে, তাঁহারাও শহীদ বলিয়া গণ্য হয়।

শহীদের সেই মার্যাদা যাহা অর্জনের পর মানুষ খোদার দর্শন লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব, শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার উপর এরূপ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে, যেরূপ সে কোন জিনিষ প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করিয়া থাকে। মানুষ যখন এই স্তরে উপনীত হয় তখন খোদার রাহে জীবন দান করা তাহার জন্য মোটেই কষ্টকর হয় না বরং সে ইহাতে শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

খোদাতালার পথে দৃঢ় ও অটল থাকা শাহাদতের প্রথম স্তর। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে মৃত্যু বরন করে না, বা মৃত্যু কামনা করে না তাহার মৃত্যু কপটচারীর মৃত্যু তুল্য হইয়া থাকে।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে ব্যক্তি খোদাতালার পথে জীবন দান করাকে জগতের সকল প্রকারের সুখ শান্তির উপর প্রাধান্য না দেয়, সে কখনও পূর্ণ মোমেন হইতে পারে না। তাই ইহা ঐ সমস্ত লোকের জন্য কত কঠিন, যাহারা পার্থিব জীবনকে অতি প্রিয় বলিয়া মনে করে। আল্লাহর পথে জীবন দানের অর্থ ইহা নহে যে, মানুষ অযথা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকুক বরং ইহার এই অর্থ যে, স্বীয় বাসনা ও কামনার উপর খোদাতা'লার ইচ্ছা এবং আদেশকে প্রাধান্য দেওয়া, অতঃপর চিন্তা করে দেখ যে, পার্থিব জীবনকে পসন্দ কর না পরকালকে এবং খোদাতা'লার পথে যদি কোন বিপদ ও নির্যাতন আসে তবে আনন্দ ও খুশীর সহিত উহা সহ্য করে, অধিকন্তু যদি জীবন দিতে হয় তবে উহাতে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ প্রকাশ না করে।

সুতরাং ইহাই আমি আমার জমাআতে সৃষ্টি করিতে চাই যে, উহাদের মধ্যে সাহাবাগণের নমুনা কায়েম হউক। যখন এরূপ অধিক পত্র আসে যাহাতে দুনিয়া ও উহার কামনার উল্লেখ করা হয়, এবং লেখা হয় যে, আমার অমুক বাসনা পূর্ণ হইবার জন্য দোওয়া করুন, তখন আমার খুবই আক্ষেপ হয়।

অতি অল্প লোকেই আছে যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দান করিয়া থাকে। অনেকে কপটতা করিয়া অর্থাৎ প্রথম ইহা লিখিয়া থাকে যে, আমার অন্তরে ইবাদতের বাসনা ও অকাঙ্খা সৃষ্টি হইবার জন্য দোয়া করুন এবং ইহা হউক বা উহা হউক, অতঃপর জাগাতিক অভিলাসের উল্লেখ করিয়া থাকে। আমি নিকৃষ্ট লেখা চিনি এবং উহার উদ্দেশ্যও

জানি। তাহারা জানে না যে, খোদাতা'লা অন্তর্যামী তিনি মানুষের নিয়ত বা মনোগতভাব উত্তম রূপে অবগত আছেন, এরূপ করাটা যেন খোদাকে ধোকা দেওয়া, ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা উচিৎ। তোমাদের কর্ত্তব্য যে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হইয়া যাও। যদি তোমরা আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দাও তা'হলে নিশ্চিত বিশ্বাস করিও যে, দুনিয়াতে কোন দিন লাঞ্ছিত হইবে না।

বান্দার জন্য খোদাতা'লার মায়া রহিয়াছে তিনি স্বয়ং উহাদের অবিভাবক, তিনি সকল কষ্ট ও অসুবিধা হইতে উহাদিগকে নিরাপদে রাখেন। আমি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখিয়া বলিতেছি যে, সাহাবাদের (রাঃ) মধ্যে যে বীজ বপন করা হইয়াছিল যদি তোমাদের মধ্যে সেই বীজ বপন করা হয়, তাহা হইলে খোদাতা'লা সকল প্রকার অনুগ্রহ করিবেন। এরূপ ব্যক্তিকে কেহ অক্রমণ করিতে পারিবেনা। ইহা স্মরণ রাখিও যে, যদি খোদতা'লার সাথে সত্য এবং দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবে কাহারো শত্রুতার পরওয়াই বা কি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, মুসা বা ঈসার দাবীর তাৎপর্য কিছুই না। আসল উদ্দেশ্য হইল যে, আমি মোকামে রেজা বা খোদাসন্তুষ্টি লাভ করিতে চাই ইহাই সকলের কাম্য হওয়া উচিৎ। ইহা নিছক তাঁহার অনুগ্রহ যে, তিনি নিজ আশীষ হইতে অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট কোন কিছুরই অভাব নাই এবং তিনি কৃপণও নহেন, এরূপ ধারণা করা কখনও উচিত নহে। (খোদার প্রতি) এরূপ ধারনা যে করে সে কুফরী করে।

যদি আম্বিয়া এবং রসুলদের আশীষ লাভ না হয়, তবে দুনিয়াতে আসার সার্থকতা কি এবং কি লাভ হইল ?

(মলফুজাত, ৭ম খণ্ড)

★

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

সদর হইতে ওয়াক্‌ফে জদীদের ওয়াদা ও চাঁদার জন্য বিশেষ তাগিদ আসিয়াছে। হাল সনের চাঁদার ওয়াদা ও আদায় খুবই নগণ্য। ফলে ওয়াক্‌ফে জদীদের মোয়াল্লেমদের বেতন বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব জমাতের ভ্রাতা ভগ্নিদের নিকট ওয়াক্‌ফে জদীদের চাঁদা যথা শীঘ্র আদায় করিয়া সদরে পাঠানোর জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান যাইতেছে।

॥ আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লাঞ্ছনাকারী

নবীগণ সদা জগতে নবনব সভ্যতা এবং প্রগতির জন্মদাতা হইয়া থাকেন। এতদর্শনে পাছে কেহ মনে করে যে নবীগণ নিজস্ব জ্ঞান, মেধা বিদ্যা ও শক্তিগুণে এরূপ করিয়া থাকেন এবং এতদ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা যে সর্বজ্ঞ সে সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহের ছায়াপাত হয়, সেই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বদা এমন ব্যক্তিকে নবী মনোনীত করেন যিনি সমাজে ধনহীন বলহীন এবং শিক্ষা-দীক্ষাহীন। তদনুযায়ী বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে উম্মী, এতীম, ধনহীন এবং বলহীন রাখিয়া তাঁহার উপর অফুরন্ত জ্ঞানপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আরবী ভাষার প্রতিদ্বন্দীবিহীন গ্রন্থ অমর কুরআন নাযেল করিয়াছিলেন। সদা ঐশীবাণীর ভাব, ভাষা ভঙ্গি ও প্রভাব অপূর্ব হইয়া থাকে। উহার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় দ্বিধাহীনভাবে প্রতিভাত হইয়া উঠে। যদিও ঐশীবাণী মানুষের ভাষায় হইয়া থাকে, তথাপি উহার শব্দ সঞ্চয় ও বিন্যাস আল্লাহ্‌তায়ালার নিজস্ব হইয়া থাকে। ইহার সমকক্ষতা করিবার ক্ষমতা জগতে কাহারও নাই। পবিত্র কুরআনের এ সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ আজও সকলের সম্মুখে দোদুল্যমন রহিয়াছে।

قل لئن اجتمعت الانس و الجن على
ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو
كان بعضهم لبعض ظهيرا ٥

"বলঃ যদি এইরূপ কুরআনের ন্যায় পুস্তক প্রণয়ন করিতে মানবজাতি এবং জীন সকলে একত্রিত হইত, তথাপি তাহারা ইহাতে সক্ষম হইত না। যদিও তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত সহযোগীতা করিত।"

(সুরা বণী ইসরাঈল—১০ম রুকু)।

ام يقولون افتراه ط قل فاتوا بسورة مثله وادعوا
من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ٥

"তাহারা কি বলে, "তিনি (মোহাম্মদ সাঃ) কি ইহা জাল করিয়াছেন? আচ্ছা, ইহার ন্যায়, একটি সুরা (অধ্যায়)ই আনায়ন কর, এবং আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে আর যাহাকে খুশী সাহায্যের জন্য আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

(সুরা ইউনুস—৪র্থ রুকু)।

পবিত্র কুরআনের উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে গত চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে আজও কেহ আগাইয়া আসে নাই। পবিত্র কুরআনের ভাষার সহিত প্রতিদ্বন্দীতা করিবার ক্ষমতা কোন মানুষ বা সাম্মিলিত ভাবে দুনিয়ার সকল মানুষেরও নাই। বাকী থাকিল হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আপন ভাষা, পাঠক যদি পবিত্র কুরআনের যে কোন আয়াতের মোকাবেলায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীস রাখিয়া পাঠ করেন তাহা হইলে দেখিবেন কুরআনের আয়াতের স্বাতন্ত্র সূর্যালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তবুও এ যুগে বহু নাস্তিক কুরআনের কথাগুলিকে আল্লাহ্‌র বলিয়া বিশ্বাস করে না এবং এগুলি (নউযুবিল্লাহ) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর

বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে। তাহাদিগের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য এ যুগে আল্লাহ্‌তায়ালা আরও অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর উপর নাজানা ভাষা এবং শব্দে ইলহাম নাযেল করিয়াছেন।

১৮৮০-৮২ ঈসাব্দে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) তাঁহার প্রণীত বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থে নিম্নলিখিত ইংরাজী ইলহামটি উর্দু অক্ষরে লিখা আছে।

آئی لو یو - آئی شیل گو یو م لارج پارٹی اوف اسلام

ইংরাজীতে লিখিলে ইহা এইরূপ দাঁড়াইবে।

I love you. I Shall give you a large party of Islam.

ইহার বাঙলা অর্থ—"আমি তোমাকে ভালবাসী আমি তোমাকে ইসলামের এক বৃহৎ দল দিব।"

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ ইংরাজী ভাষা জানিতেন না এবং এই ইলহামের অর্থও জানিতেন না। যাহারা ঐশীবাণীকে নবীর রচিত বলিয়া উড়াইয়া দেয় উপরোক্ত ইংরাজী ইলহামটি তাহাদিগের অবিশ্বাসের পাহাড়কে উড়াইয়া ধূলিসাৎ করিবার জন্য একটি এটমিক ডিনেমাইট স্বরূপ। আল্লাহ্‌তায়ালা যে দিন ঐ ইলহামটি করেন, সে দিন কাদিয়ানে কোন ইংরাজি জানা লোককে তিনি রাখেন নাই। ইহা দৈবাৎ ঘটে নাই, পরন্তু ঐশী পরিকল্পনানুযায়ী এরূপ লোক সে দিন সেখানে থাকিতে দেওয়া হয় নাই। যদি এরূপ কেহ থাকিত, তাহা হইলে হয়ত হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) উক্ত এবং অন্যান্য ইংরাজী ইলহামগুলিকে তাহার দ্বারা ইংরাজী অক্ষরে লিখাইয়া লইতেন এবং উহার অর্থও তাহার নীচে লিখিয়া রাখিতেন। সেরূপ হইলে অবিশ্বাসীর নিকট ঐগুলিকে আল্লাহ্‌র বাক্য বলিয়া প্রমাণ করা কঠিন হইত। সহজেই সে ঐ গুলিকে মানুষের বানানো বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ দিন কোন ইংরাজী জানা লোককে কাদিয়ান গ্রামেই না রাখিয়া, ইলহামগুলিকে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর লিখার ও বুঝার অসুবিধা ঘটাইয়া, ইলহামের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অবিশ্বাসীগণের অন্ধ চক্ষে জ্ঞানের জ্যোতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) ঐ ইলহামগুলি প্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে না পারার জন্য এরূপ বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন যে, ইংরাজী জানা লোক না পাওয়ার কথাটি পর্যন্ত তিনি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন। এই বাক্যগুলি যে এক জানা উৎস হইতে না জানা ব্যক্তির নিকট আসিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিল না। সেই জানা উৎস কে? শিশুর পিতার পরিচয় মা ছাড়া যেমন আর কেহ সঠিক ভাবে দিতে পারে না, তেমনি মুলহাম ছাড়া কেহ ইলহামের উৎসের সঠিক পরিচয় দিতে পারে না। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) ইহাকে আল্লাহ্‌র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং মায়ের পরিচয়ে যেমন আমরা প্রত্যেক শিশুকে গ্রহণ করি, তেমনি মুলহামের দেওয়া পরিচয়ে আমরা ইলহামের নাযেল কর্তাকে স্বীকার করিতে বাধ্য। মা সতী হইলে যেমন তাহার সাক্ষ্যে কাহারো কোন সন্দেহ থাকে না, তেমনি আজীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত কোন নবীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সম্ভব নহে। সুতরাং এই বাক্য যে, মুলহামের বানানো হইতে পারে না এবং বানানো নহে, আস্তিক সকলেই মানিতে বাধ্য। প্রমাণ যদি শুধু এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিত যে, বাক্যটি সত্যবাদী মুলহামের অজানা ভাষায়, অতএব এইটি আল্লাহ্‌র, তাহা হইলে কোন ঘোর নাস্তিক, ইহাকে মুলহামের বিকারগ্রস্থ মস্তিষ্কের প্রলাপোক্তি বলিয়াও হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত। কিন্তু প্রমাণের শেষ এইখানেই

নহে। এই ইলহামে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে জানাইতেছেন যে, তিনি তাঁহাকে ভালবাসেন এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাকে ভবিষ্যতে ইসলামের এক বৃহৎ দল দেওয়ার শুভ সংবাদ দিয়াছেন।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর উপর এই ইলহাম হয় ১৮৮০ ইসাব্দে। তখন তিনি জগতের নিকট পরিচিত হন নাই। যুগানুপাতে তিনি বাহ্যিক বিদ্যায় উম্মীস্বরূপ ছিলেন। তিনি নীরবতাপ্রিয় ও সংসার বিষয়ে একান্ত নির্লিপ্ত ছিলেন। আল্লাহ্‌র বন্দেগী, এবাদত এবং ইসলামের জন্য অপরিসীম বেদনা ছাড়া তাঁহার অন্য কোন চিন্তা ছিল না। দুনিয়ার লোভ-লালসা, সম্মান প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। তাঁহার তখনকার অবস্থা ও পরিবেশে তাঁহার দ্বারা কোন জামাতের প্রতিষ্ঠা হওয়া দূরে যাউক, কোন দল গঠন করিয়া উহার নেতা হওয়ার প্রশ্নও উঠে না। কেহ কুট তর্ক তুলিয়া যদি বলিতে চাহে যে, এরূপ ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক, তাহা হইলে তাহাকে স্মরণ রাখিতে চিন্তা করিতে হইবে যে, ইংরাজী ভাষা না জানায় তাঁহার মনের ভাব এই অজানা ভাষায় কি ভাবে রচিত হইয়া গেল। শুধু আল্লাহ্‌তায়ালা রচনা করিয়া দিলেই ইহা হইতে পারিত। কিন্তু নেতা হইবার বাসনা যদি হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর নিজের হইয়া থাকিত, তাহা হইলে ইহাতে আল্লাহ্‌র ভালবাসার প্রশ্ন কোথা হইতে আসিল এবং ইহার পূর্ণতা কি ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার ভালবাসার নির্দশন হইবে। পক্ষান্তরে কাহারও কোন বাসনা থাকিলে, উহা যে পূর্ণ হইবে, তাহারাই বা নিশ্চয়তা কোথায়? খোদার ইচ্ছা ব্যতিরেকে উহা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। মোট কথা সেই সময়ে এই ইলহামে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। এই ইলহামটি ইংরাজী ভাষায় নাযেল করার এক উদ্দেশ্য যেমন ইহা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর রচিত নয় প্রমাণ করা, তেমনি ইংরাজ ও ইংরাজীভাষীদিগকে এই ইলহামটির সত্যতার জন্য পূর্ব হইতে সাক্ষাৎভাবে সাক্ষী করা উদ্দেশ্য ছিল। আমরা সচারচর কোন ইংরাজকে নিজের বা তাহার কথা জানাইতে, ভাষা জানা থাকিলে, তাহাকে ইরাজীতে বলি বা পত্র দিই। তদনুযায়ী ইংরাজীতে এই ইলহামটি নাযেল করায় এই ভবিষ্যদ্বাণী সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ ও ইংরাজী-ভাষাভাষীদের জন্য এক মহা নিদর্শন হইয়া থাকিল। ইংরাজী ভাষায় ইলহামটি করায় ইংরাজদের নামও লইতে হইল না। অথচ যাহাদের ভাষায় ইহা বলা হইল, ইহা তাহাদিগের চিন্তা করিবার ও কথিত বিষয়টি বুঝিবার জন্য বলা হইল, পূর্ব হইতে তাহা-দিগকে ইহার সাক্ষী রাখা হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে যথাসময়ে পূর্ণ হইবার জন্য অল্প কথায় ও সদা-ইলহাম-নির্দিষ্ট-জ্ঞানগর্ভ ইঙ্গিতের ভাষায় সব কিছু বলা হইয়া গেল। পূর্বেই আমি বলিয়াছি যে, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উপর যখন আলোচ্য ইলহাম নাযেল হয়, তখন জগতে তাঁহার পরিচয় ছিল না এবং তিনি নিজেও তখন কল্পনাও করেন নাই যে, ইংরাজ এবং ইংরাজী-ভাষীদের এক বৃহৎ দল কখনও তাঁহার দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে। বিশেষ করিয়া তৎকালে ভারতে পাদরীদের হাতে মুসলমান ও ইসলামের যে শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে এ আশা করিবার কাহারও উপায় ছিল না। অথচ আজ সত্য ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইংলণ্ড আমেরিকা ও বিভিন্ন দেশে আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রচারকদের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই বহু ইংরাজ ও ইংরাজভাষী ইসলাম গ্রহণ করিয়া আহ্‌মদী জামাতে শামিল হইয়াছে। এখনই তাহারা মিলিত-

ভাবে এক বড় দল হইবে। কিন্তু খোদা যাহাকে বড় দল বলেন, তাহার এখনও অনেক বাকী আছে। সময় যেমন অদ্যাবধি উক্ত ইসলামের পূর্ণতার কিছু অংশ দেখাইয়াছে, তেমনি পরবর্তী সময়ে বাকী অংশও দেখাইবে। যেহেতু ইংরাজ ও ইংরাজীভাষীদের ইসলাম গ্রহণকে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন বলিয়াছেন, সুতরাং ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা জানাইয়াছেন যে, ইংরাজ বা ইংরাজীভাষী হইলেও তিনি তাহাদিগকে ঘৃণা করেন না; পরন্তু তাহাদিগকেও তাঁহার বান্দা হিসাবে তিনি ভালবাসেন। কারণ ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ ভাল বস্তুই কেহ তাহর প্রিয়পাত্রকে দিয়া থাকে। অনুরূপভাবে ইংরাজী ইলহাম দিয়া তিনি একথাও জানাইলেন যে ইংরাজী ভাষা তাঁহার অজানা নহে। কোন ভাষা তাঁহার নিকট ঘৃণার্হ নহে এবং তিনি ইংরাজী ভাষার প্রার্থনার জবাব দিতে প্রস্তুত আছেন।

এতদ্ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে খ্রীষ্টানদিগের ভুল আকিদা সংশোধনের জন্য সাবধান করিতে বলিয়াছেন; যথা—

و ينذر الذين قالوا اتّخذ الله و لدا وما
لهم به من علم ولا لآباءهم - كبرت كلمة
تخرج من افواههم - ان يقولون الا كذبا ○

অর্থাৎ "এবং উহা (কুরআন) সাবধান করে তাহাদিগকে যাহারা বলে খোদা এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ বিষয় সম্বন্ধে না তাহাদিগের জ্ঞান আছে, না তাহাদিগের পিতৃপুরুষদের। উহা একটি ভয়ঙ্কর কথা, যাহা তাহাদিগের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহারা মিথ্যা ছাড়া কিছু বলে না।"

(সূরা কাহাফ, ১ম রুকু)।

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এক দিকে যেমন খ্রীষ্টানদিগের মিথ্যা আকিদা খণ্ডন করিয়াছেন, তেমনি উহার ফলে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে, ইহার ভবিষ্যদ্বাণী ইংরাজী ভাষার উক্ত ইলহামটির দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে পূর্বাহ্নে জানাইয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে অসম্ভব বাহ্যিকভাবে ইংরাজী ভাষায় অবতীর্ণ এই ইলহামের পরিপূর্ণতা আজ সমগ্র ইংরাজীভাষী অমুসলিমদের নিকট ইসলামের সত্যতার এক অনস্বীকার্য নিদর্শন হইয়া চ্যালেঞ্জ স্বরূপ তাহাদিগের সম্মুখে দোদুল্যমান রহিয়াছে। এই ইলহাম কত গভীর অর্থাবোধক, ঈমান উদ্দীপক এবং সুদূর প্রসারী। এই ইলহামের মধ্যে যেমন একদিকে খোদার অস্তিত্বের, তাঁহার সর্বজ্ঞ হওয়ার, এবং তাঁহার সর্বশক্তিমান হওয়ার অভ্রান্ত প্রমাণ রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি ইহাতে ইসলাম, হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। এই ইংরাজী ইলহামটি তার ক্রমঃবর্ধমান প্রকাশ দ্বারা ইসলামের সত্যতায় কিরূপ হিমালয় সদৃশ এক অটল পর্বতের ন্যায় নিদর্শন স্বরূপ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া এবং ইহা কি ভাবে আরবী নবী (সাঃ) ও আরবী কুরআনের সত্যতার উপর মধ্যাহ্ন সূর্যের মোহর মারিয়া দিয়াছে দেখিবার পর কি ঐশীবাণীর স্বরূপ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকা উচিত? ইহার মধ্যে খোদার সর্বজ্ঞ হওয়ার যে অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

আমরা ঐশীবাণী শির্ষকে বাইবেল হইতে উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইয়াছি যে, কোন ব্যক্তি মিথ্যা নবুওতের দাবী করিলে আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা জানাইয়াছেন যে, কেহ মিথ্যা ইলহামের দাবী করিলেও তিনি তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেন।

و لو تقوّل علينا بعض الا قاويل ○ لا خذنا
منه باليمين ○ ثم لقطعنا منه الوتين ○ فما
منكم من احد عنه حاجزين ○

"এবং সে যদি জাল করিয়া কোন কথা আমাদের বলিয়া বলিত, আমরা নিশ্চয়ই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিতাম এবং তাহার পর নিশ্চয় আমরা তাহার জীবন-শীরা ধরিয়া কাটিয়া দিতাম; এবং তোমাদের কেহ তাহাকে আমাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিত না।" (সুরা হাক্কা—শেষ রুকু)।

আহ্‌মদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মসলেহে মওউদ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ (রাঃ)-এর খেলাফৎকাল ছিল ৫২ বৎসর। তিনি মুলহাম ছিলেন। জীবনে তিনি বহু ইলহাম লাভ করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে বহু ইলহাম ইতিমধ্যে উজ্জল আকারে পূর্ণ হইয়াছে এবং ইনশাআল্লাহ্ বাকী ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে। ১৯৫৪ ইসাব্দে যখন তাঁহার খেলাফৎকাল ৪০ বৎসর, তখন আহ্‌মদীয়া জামাতের শত্রুগণ ষড়যন্ত্র করিয়া ১৮ বৎসরের এক যুবককে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার ঘাড়ের শিরা কাটিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, ইহাতে সফলকাম হইলে তাহারা প্রচার করিতে পারিবে যে তিনি জীবন-শিরা কাটার ফলে মারা গিয়াছেন। সুতরাং (নউযুবিল্লাহ) তিনি মিথ্যাবাদী। ইহাতে আহ্‌মদীয়া জামাতের ভিত্তিমুল বিনষ্ট হইয়া উহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে। তাহারা এ কথা চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, অমুসলিমগণ বলিত ইসলাম ধর্মই মিথ্যা, কারণ তিনি ইসলামের প্রচারের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন দিয়া খেদমত করিয়া গিয়াছেন। পবিত্র কুরআনের সত্যতা, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতা জগতে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার একমাত্র প্রচেষ্টা এবং কাম্য ছিল।

উপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা মিথ্যাবাদীর ঘাড়ের শিরা কাটার কথা বলেন নাই। তিনি মানুষের বক্ষে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড হইতে নির্গত জীবন শিরা কাটার কথা বলিয়াছেন। তিনি মিথ্যাবাদীর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া অর্থাৎ সম্মুখ দিক হইতে ঐ শিরা কাটার ওয়াদা দিয়াছেন। হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) ১৯৫৩ সালের ৬ই মার্চ বুধবার রবওয়ার মসজিদে মোবারকে যখন আসরের নামায শেষ করিয়া জানামায হইতে উঠিলেন, তখন পশ্চাতে মোক্তাদীদের মধ্যে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দেওয়া আততায়ী পিছন হইতে তাঁহাকে ঘাড়ের দক্ষিণ দিকের শিরার নিকট সজোরে ছুরিকাঘাত করে। স্বভাবতই এরূপভাবে আঘাত খাইলে মানুষ আঘাতের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবে এবং তদ্বারা সে নিজেই নিজের শিরা কাটাইয়া তাহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া দিবে। এইভাবেই তাহাকে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা সদা তাঁহার সত্যবাদী বান্দাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আশে পাশে আরও মুসুল্লি ছিলেন। তাঁহারা কিছু বুঝিবার পূর্বেই আততায়ী আঘাত হানিয়া দিয়াছে এবং কেহ রক্ষা করিবার জন্য আগাইতেও পারেন নাই। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁহার ঘাড়ের-শিরা কাটিয়া জীবনলীলা শেষ হইয়া দুশমনদের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু ঐ এক সেকেণ্ডের মধ্যে হযরত খলিফাতুল মসিহ (রাঃ)-এর মনে খেয়াল হইল যে বোধ হয় ছাদ হইতে কোন চটা তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে এবং তিনি পাশ দিকে না তাকাইয়া উপরের দিকে তাকাইলেন। ছুরীর সূক্ষ্ম ফলা ভাঙ্গিয়া শিরাকে স্পর্শ করিয়া ভিতরে রহিয়া গেল। তাঁহার হৃৎপিণ্ডের শিরা দূরে যাউক ঘাড়ের শিরাও কাটিল না। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন ঃ—

نحن اقرب اليه من حبل الوريد ٥

"আমরা তাহার ঘাড়ের শিরা হইতে তাহার অধিকতর নিকট।" (সুরা কাফ—২য় রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার পবিত্র দাসের মনে আক্রমণের দিক সম্বন্ধে ত্বরিতে এক ভিন্ন ধারণা

জাগাইয়া দিয়া, তিনি যে বান্দার ঘাড়ের শিরা হইতেও নিকটতর তাহার প্রমাণ দিলেন। পরে একসরেতে দেখা গিয়াছিল যে ছুরির টুকরা এবং শিরার মধ্যে কোন ফাঁক ছিলনা, উহা শিরাকে ছুঁইয়া রহিয়াছিল। ঘাড়ের গভীর প্রদেশে উহা প্রোথিত হওয়ার কারণে উহাকে অপারেশন করিয়া বাহির করা সম্ভব হয় নাই। উহার চারিদিকে আবরণের সৃষ্টি হইয়া আল্লাহ্ তাঁহার দাসকে রক্ষা করিতে তাহার ঘাড়ের শিরা হইতেও নিকটতর ইহার প্রমাণ কায়েম করিলেন। ইউরোপের বড় বড় ডাক্তারদেরকে এবং জগতকে ইহার সাক্ষী রাখিলেন। ইহার পর হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ) আরও ১১ বৎসর জীবিত ছিলেন।

বিশ্ব রাজ্যের মালিক

আল্লাহ্‌তায়ালার এক নাম مالك ملك বিশ্ব রাজ্যের প্রভু। জগতে বড় বড় রাজা বাদশাহের উদ্ভব হয়। তাহাদের মধ্য কেহ কেহ শক্তি অর্জন করিয়া ভাবে যে, তাহারা যাহা খুশী তাহাই করিতে পারে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বিশ্বের প্রকৃত প্রভু আল্লাহ্। ইহা সপ্রমাণিত করিবার জন্য আমি দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

মদিনায় যখন ইহুদীগণ হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়া কিছুই করিতে পারিল না, তখন তাহারা তাঁহার ক্ষতি সাধন করিবার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করিল। সে সময়ে ইরানের শাসন বিভাগে বিভিন্ন উচ্চ পদে ইহুদী অফিসার নিযুক্ত ছিল। রাজদরবারে তাহাদিগের বিশেষ প্রভাব ছিল। মদিনার ইহুদীগণ এই সব অফিসারের দ্বারা পারস্যের বাদশাহ দ্বিতীয় খসরুর কান ভারি করিতে লাগিল। অবশেষে বাদশাহ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) গ্রেপ্তার করিয়া পাঠাইবার জন্য ইয়ামানের গভর্ণারকে এক পত্র লিখিলেন। তিনি লিখিলেন, "সংবাদ আসিয়াছে যে আরবে এক ব্যক্তি নবুওতের দাবী করিয়াছে। তাহাকে আপনি গ্রেপ্তার করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, যাহাতে তাহার শাস্তি বিধান করা যায়।" ইয়ামানের গভর্ণর হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট দুইজন দূত পাঠাইলেন। তাহারা গিয়া তাঁহাকে জানাইল, "আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন, নচেৎ ইরানের বাদশাহ আরব দেশ আক্রমণ করিতে পারেন।" হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাহাদিগকে পর দিন সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। তাহারা যখন দ্বিতীয় দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, তখন তিনি বলিলেন, "আমার খোদা জানাইয়াছেন যে, গত রাত্রে তিনি তোমাদের খোদাবন্দকে হত্যা করাইয়া দিয়াছেন।" তাহারা মুর্খতার সহিত ভাবিল, বোধ হয় তিনি যাইতে চাহেন না তাই বাহানা করিতেছেন। তাই তাহারা তাঁহাকে বলিল, "আমরা আপনার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন, নচেৎ বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইবেন। এমন কি ক্রোধে তিনি সমস্ত আরবদেশকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন।" হযরত রসুল করীম (সাঃ) পুনঃরায় তাহাদিগকে বলিলেন "আমাকে আমার খোদা জানাইয়াছেন যে, তিনি গত রাত্রে তোমাদের খোদাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, তোমাদের গভর্ণরকে গিয়া বল।" তাহারা ফিরিয়া গিয়া গভর্ণরকে ঐ কথা শুনাইল। তিনি বলিলেন, "আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া দেখি এই কথা কতদূর সত্য। যদি তাঁহার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি সত্য নবী। নচেৎ আরব দেশের কল্যাণ নাই। কেসরা সমস্ত আরব দেশকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে।" কয়েক দিন পরে বন্দরে এক জাহাজ ভিড়িলে, উহা হইতে এক দূত নামিয়া গভর্ণরের নিকট গেল। সে আসিয়া গভর্ণরকে একটি শীল মোহর করা পত্র দিল। শীল অন্য বাদশাহের মনে

হইতেছিল। ইহা দেখিয়াই গভর্ণরের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আরবের নবীর কথা সত্য মনে হইতেছে। তিনি পত্রটি খুলিয়া দেখিলেন, উহা খসরুর পুত্র সাইরোসের ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার পিতা অত্যন্ত যালেম ছিল। তাহার অত্যাচারে অসহ্য হইয়া আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি এবং তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছি। আপনি আমার নামে সকলের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আরও অবগত হউন যে আমার পিতা আরবের এক নবুওতের দাবীদারের বিরুদ্ধে যে গ্রেপ্তারীর হুকুম দিয়া ছিল, উহাও যালেমানা হুকুম। আমি ঐ হুকুম রদ করিতেছি। দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনি তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছু করিবেন না।" জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) যে রাত্রে খোদা খসরুকে মারিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াছিলেন ঠিক সেই রাত্রেই খসরু তাহার পুত্রের হস্তে নিহত হইয়াছিল। পুত্র পিতাকে হত্যা করা বস্তুতঃ খোদারই মারা। নচেৎ পিতা ও পুত্রের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ যে এরূপ কাজের জন্য পুত্রের হাত উঠে না। হতভাগ্য খসরু ভাবে নাই যে রাজ্যের মালিক সে নহে, পরন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁহার নবীর গায়ে হাত দেওয়া স্বয়ং তাঁহার গায়ে হাত দেওয়ার শামিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় ভূরী ভূরী রহিয়াছে। নমরুদ, ফেরাউন, হামান, আবুজেহেল ইত্যাদির শোচনীয় পরিণামের কারণ ইহাই ছিল। এ সব দৃশ্য দেখিয়াও সাধারণ নেতা, পণ্ডিত, পাদরী ইত্যাদিগণ কি ভাবে নবীর বিরুদ্ধাচরণে সাহস করে তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। অতীতের ইতিহাস হইতে সবক লাভ করিলে, আমাদের যুগে আমেরিকার আলেকজাণ্ডার ডুই, ইংলণ্ডের পিগট, ভারতের আবদুল্লাহ আথম, লেখরাম, মোহাম্মাদ হোসেন বাটালবী ইত্যাদি ধর্মযাজকগণ বাঁচিয়া যাইত। যাহারা আল্লাহ্র নবী ও তাঁহার জামাতের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধে তাহাদিগের খোদার ভয়ে ভীত ও সাবধান হওয়া কর্তব্য।

১৯০৫ সনে ইংরাজ রাজত্ব কালে যখন বাংলা দেশকে বিভক্ত করা হইয়াছিল, তখন বাংলার অধিবাসীগণ বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এই বিভাগকে রদ করিবার জন্য বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। সমস্ত প্রদেশ ব্যাপী দাঙ্গা হাঙ্গামা, খুন খারাবি, হত্যা লুণ্ঠন এবং ধর পাকড় আরম্ভ হইয়া গেল। সারা প্রদেশ অশান্তিতে আলোড়িত হইল। এত চেষ্টা চরিত্র ও আন্দোলন সব বিফল হইয়া গেল। ইংরাজ সরকার বাংলা বিভাগের আদেশের কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল এবং সরকারের আদেশ পূর্ববৎ বহাল রহিল। ক্রমে বাংলার জনসাধারণ নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ঠিক এমনি সময়ে অর্থাৎ ১৯০৬ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সর্ব্বজ্ঞ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত খোদাতায়ালা হইতে সংবাদ পাইয়া ঘোষণা করিয়া জগদ্বাসীকে জানাইয়া দিলেন—پہلے بنگال کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب انکی دلجوئی ہوگی "পূর্বে বাংলা সম্বন্ধে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে এখন তাহাদিগের মনস্তুষ্টি করা হইবে।" সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। কারণ বাংলা বিভাগের যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গবাসীর সমস্ত আশা ভরসা বিলীন হইয়া গিয়াছিল। অন্যদিকে সরকার পক্ষ হইতে এই আদেশ পরিবর্তনের সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় জন সাধারণ যখন বিভাগের দুঃখ এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিল, আল্লাহ্তায়ালার মনোনীত ও প্রেরিত হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) আল্লাহ্তায়ালার

নিকট হইতে বাঙ্গালীদের শান্তনার সংবাদ পাইয়া এই কল্পনাতীত ঘোষণা প্রকাশ করিলেন। বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। ১৯১১ সনে যখন সম্রাট ৫ম জর্জ ভারতবর্ষে আগমন করিলেন, তখন তিনি বঙ্গ বিভাগের আদেশ রহিতের ঘোষণা করিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যজনক ভাবে পূর্ণ হইল। ইহাতে বঙ্গবাসীর মনের চাপা নিরাশা এবং হতাশা সহসা শান্তনা এবং আনন্দে রূপান্তরিত হইল। এই ঘোষণায় একদিকে যেমন তাহারা আনন্দিত হইল, তেমনি বিস্মিতও হইল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা পৃথিবীকে এই মহান শিক্ষা দেওয়া হইল যে, পৃথিবীর বড় বড় শক্তি সমূহের সিদ্ধান্ত এবং জন সাধারণের আশা আকাঙ্খার পূর্ণতা ও সফলতা প্রকৃতপক্ষে মহান শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী একমাত্র খোদার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিয়াছে। তিনিই রাজ্যের প্রকৃত মালিক। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে পৃথিবীর রাজ্য সমূহ এবং জনসাধারণ উভয়কে রাজ্যের এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে একমাত্র খোদাতায়ালার সমীপে মাথা নত করিবার জন্য ঐশী সবক প্রদান করা হইয়াছিল। জগতের সকল রাষ্ট্রপতি ও প্রজা উভয়ে যদি এই সবককে গ্রহণ করিয়া হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে মানিয়া লইত, তবে তাহারা আজ যে সমস্ত জটিল বিপদ আপদে ও অশান্তির বেড়াজালে ক্রমে গুরুতর ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছে, উহা হইতে বাঁচিয়া যাইত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালার শতাধিক গুণের উল্লেখ আছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁহার খাদেম হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর জীবনে নিত্য নিত্য পরম আকারে যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, ঐ সকল গুণের প্রকাশ দেখাইয়াছেন। পুস্তকের কলেবরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি উপরে আল্লাহ্‌তায়ালার মাত্র কয়েকটি গুণের প্রকাশ বিভিন্ন শীর্ষকে দেখাইয়াছি। যদিও আমি এক একটি ঘটনাকে এক একটি গুণের প্রকাশ দেখাইতে বর্ণনা করিয়াছি, তথাপি পাঠক চিন্তা করিলে এক একটি ঘটনার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার অনেক গুণের প্রকাশের সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। নবীদের জীবন-দর্পনে আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর ঈদৃশ নিত্য প্রকাশ দর্শন করিয়া আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসের পর্যবেক্ষণ-মূলক পর্যায়ে উপনীত হই। এ অবস্থা যেন অগ্নির নিকটে গিয়া উহার আলো ও দাহক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার তুল্য। ইহা বিশ্বাসের উচ্চতর দ্বিতীয় স্তর। কোন বস্তুকে এই স্তরে জানার পর উহার সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিবার এক পর্যায় বাকী থাকিয়া যায়। সে হইল অগ্নির সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা। এ জন্য সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যুগে যুগে অগণিত নবী রসুল প্রেরণ করিয়া প্রত্যেক মানবকে তাঁহার দিকে ডাক দিয়াছেন। এ যুগেও তিনি হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা অকাট্য যুক্তি ও জলন্ত নিদর্শন সমূহ দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে ডাক দিয়াছেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ

আমি এই পুস্তকের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, যত্রতত্র ঘুরিলে ঈপ্সিত বস্তু লাভ হয় না। উহার জন্য যথাস্থানে যাইতে হয়। আপন খেয়াল ও রুচী মত পথে চলিলে আল্লাহ্‌তায়ালার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। ইহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং যে ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, আমাদের প্রত্যেককে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরাও আল্লাহ্-

তায়ালার সাহায্য ও কল্যাণে এ বিষয়ে সফলকাম হইব। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে ওয়াদা দিয়াছেন,

و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

"যাহারা আমাদের পথে জেহাদ করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি।"

(সুরা আনকবুত—৭ম রুকু)।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

"আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ যে অর্ধ হস্ত আমার দিকে আগাইয়া আসে, আমি তাহার দিকে এক হস্ত আগাইয়া যাই ; এবং যে আমার দিকে এক হস্ত আগাইয়া আসে, আমি তাহার দিকে এক বাহু আগাইয়া যাই ; এবং যে আমার দিকে হাঁটিয়া আসে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই ; এবং যে শের্‌ক না করিয়া দুনিয়া ভরা পাপ লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে, আমি সম-পরিমাণ ক্ষমা লইয়া তাহার নিকট আসি।"

(মুসলিম)।

দিশাহারা আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়া যায় না।

قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا و نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشيطان فى الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا ط قل ان هدى الله هو الهدى ط و امرنا لنسلم لرب العالمين ○

"বল ঃ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহা আমাদিগের কোন উপকার বা ক্ষতি করিতে পারে না, আমরা কি তাহাদিগকে ডাকিব এবং আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়েত করিবার পর কি আমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া সেই ব্যক্তির ন্যায় ফিরিয়া যাইব, যাহাকে শয়তানগণ প্রলুব্ধ করিয়া দিশাহারা পৃথিবীতে ছাড়িয়া দেয়, এবং যাহার সঙ্গীগণ রহিয়াছে, তাহাকে ডাক দিতে হেদয়েতের দিকে এই বলিয়া যে, 'আইস আমাদিগের নিকটে।' বল ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়েতেই একমাত্র হেদায়েত এবং বিশ্বের রবের নিকট আমরা আত্ম-সমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।"

(সুরা আনআম—৯ম রুকু)

কাহারও নিকটে যাইতে তাহার নির্দেশ মত যাইতে হয়, তবে তাহার সাক্ষাৎ লাভ ও স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথেই আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়া যায় এবং তাঁহার ভালবাসা পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন—

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم ط و الله غفور رحيم ○ قل اطيعوا الله و الرسول ج فان الله لا يحب الكافرين ○

"বল ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর ; তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। বল ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের আদেশ পালন কর ; কিন্তু তাহারা যদি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ অবিশ্বাসীগণকে ভালবাসেন না।'

(সুরা এমরান—৪র্থ রুকু)।

উপরের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাই জানাইয়াছেন যে রসুলের অনুগমনের মাধ্যমেই তাঁহার ভালবাসা লাভ করা যায়, তদ্বিপরীতে নহে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) চিরকাল জীবিত থাকিবেন না, সেইজন্য তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার আদর্শকে কায়েম রাখিবার জন্য প্রত্যেক যুগে মুসলমান জাতির মধ্যে মোজাদ্দেদের আবির্ভাব হইবে।

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها *

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে

আবির্ভূত করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জিবীত করিবেন।" (আবু দায়ূদ—২য় খণ্ড)।

এই সকল মোজাদ্দেদ যামানার ইমাম হন এবং তাঁহাদিগকে গ্রহণ ও অনুসরণ করার মধ্যেই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুগমন নিহিত রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে না মানিলে অবিশ্বাসীর মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

من لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية -

"যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মানিয়া মরিবে, হে জাহেলিয়তের মৃত্যু বরণ করিবে।"

(মসনাদে ইমাম আহ্‌মদ)।

من مات و ليس فى عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية -

"যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হস্তে বয়েত না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, সে জাহেলিয়তের মৃত্যু বরণ করিয়াছে।" (মোসলেম)।

"যে ব্যক্তি আমার এতাআত করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌তায়ালার এতাআত করে। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌তায়ালার নাফরমানী করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের এতাআত করে, নিশ্চয়ই সে আমার এতআত করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করে সে নিশ্চয় আমার নাফরমানী করে।" (বুখারী, মুসলেম ও মেশকাত)।

من اطاعنى فقد اطاع الله و من عصانى فقد عصى الله ومن يطيع الامير فقد اطاعنى و من يعص الامير فقد عصانى -

উপরোক্ত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি আসিয়া ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং ইসলাম-সেবী এক মজবুত জামাত কায়েম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)। তাঁহাকে মানা হযরত রসুল করীম (সাঃ) বাধ্যকর করিয়াছেন।

"ইমাম মাহদী বাহির হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁহার হাতে বয়েত করিও, যদিও বরফের পাহাড়ের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়াও যাইতে হয়।'

(ইবনে মাজা)।

তাঁহার জামাত আহমদীয়া জামাত নামে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা খলিফার পরিচালনাধীনে ইসলামের সেবারত। আহমদীয়া জামাতের খলিফার হস্তে বেয়াত করিয়া ইসলামের আদর্শে জীবন গঠন করা এবং ইসলামের খেদমত করাতেই আল্লাহ্‌তায়ালার ভালবাসা লাভ করা যাইবে। ইসলামের সেবাকারী জামাত আর দ্বিতীয় নাই এবং ইসলাম ছাড়া খোদাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করার আর দ্বিতীয় পথ নাই।

و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ج و هو فى الاخرة من الخاسرين ০

"এবং যে কেহ ইসলাম ছাড়া অপর ধর্ম চাহিবে, ইহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না. এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হইবে।"

(সুরা ইমরান—৯ম রুকু)।

যাহারা আন্তরিকতার সহিত আল্লাহতায়ালাকে সাক্ষাৎভাবে জানিতে ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে, তাহাদিগের জন্য ইহাই একমাত্র পথ। জগতের সকল জাতির দাবী যে, তাহাদের ধর্ম সত্য। কিন্তু আজ তাহাদিগের কাহারও নিকট আল্লাহ্‌-তায়ালার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দাবী, প্রমাণ ও নিদর্শন নাই। সকল জাতির নিকট হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাহার দিকে আহ্বান দিতে বলিয়াছেন।

قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا و من اتبعنى ط و سبحان الله وما انا من المشركين ০

"বল: ইহাই আমার পথ; আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করিতেছি সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে, আমি এবং যাহারা আমার অনুগামী। এবং আল্লাহ্ পবিত্র; এবং আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।" (সুরা ইউসুফ—শেষ রুকু)।

উক্ত আয়াতমূলে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পর যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত অনুগামী তাঁহারাও সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জাতিগণকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান দিবার অধিকারী থাকিবে এবং আহ্বান দিতে থাকিবে। প্রত্যেক যুগে মোজাদ্দিদগণ এ কর্তব্য সমাপন করিয়া আসিতেছেন। এ যুগে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্বীয় সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে জগতবাসীকে তাঁহার হস্তে বেয়াত করিতে নিম্নলিখিতরূপ শক্তিশালী ভাষায় আহ্বান জানাইয়াছেন।

কিন্তু হে সংহৃদয় ব্যক্তিগণ! তোমরা কখনও এরূপ করিও না। তোমাদের খোদা, যিনি আকাশে অগণিত তারকারাজি স্তম্ভ ব্যতিরেকেই ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, যিনি পৃথিবীকে ও আকাশকে নিঃস্তব্ধ অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি কি মনে কর যে, তিনি তোমার কার্য সাধন করিতে অক্ষম হইবেন? কখনও নহে, বরং তোমার অবিশ্বাসই তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী! কিন্তু মাত্র সেই ব্যক্তিই তাঁহার আশ্চর্য লীলা দর্শন করিতে পারে, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি তাঁহার আশ্চর্য লীলা সমূহ প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজ পর্যন্তও জানে না যে, তাহার এরূপ এক খোদা আছেন, যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাকে সকল সৌন্দর্যের অধিকারী পাইয়াছি। এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য, যদিও ইহা লাভ করিতে প্রাণ দিতে হয়। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ ব্যয় করিতে হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত।

হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস, ইহা তোমাদিগকে জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব 'এই তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

তোমরা যদি খোদার উপর আত্মসমর্পণ কর তবে নিশ্চয় জানিও যে খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকিবে, আর খোদা তোমাদের জন্য জাগিয়া থাকিবেন। তোমরা শত্রু হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু খোদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্রক ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও অবগত নহ যে তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী; যদি তোমরা অবগত থাকিতে, তবে ক্ষনেকের তরেও এই সংসারের জন্য চিন্তিত হইতে না। যে ব্যক্তির নিকট ধনের আকর রহিয়াছে, সে কি কখনও একটি পয়সা নষ্ট হইলে তজ্জন্য বিলাপ ও চীৎকার করিয়া মরে? সুতরাং তোমরা যদি এই ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিতে যে, খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবেন, তবে সংসারের জন্য তোমরা এরূপ আত্মহারা হইতেন না। খোদা এক প্রিয় সম্পদ; তোমরা তাহার সমাদর কর। প্রত্যেক পদে পদে তিনিই তোমাদের সহায়। তিনি ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ এবং তদ্‌বিরও কিছুই নয়।" (কিস্তিয়ে নূহ)।

(চলবে)

সেকালের আরব মোসলেম

মৌলবী রহমতুল্লাহ খাঁ সাকের কর্তৃক সহি হাদিস হইতে সঙ্কলিত "মোসলেম নওজোয়ানোকে সুনহারী কারনামে" শীর্ষক উর্দু পুস্তক হইতে সংগৃহীত ও অনুদিত।

—দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

পরের জন্য আত্মত্যাগ

২

কোন এক মুসলমান স্বীয় উদ্যানে প্রাচীর নির্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু মধ্যস্থলে অপর এক ব্যক্তির একটি বৃক্ষ পড়িল। তিনি হজরতের (দঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ঐ বৃক্ষটি আমাকে দিয়া দিন যেন আমার প্রাচীরটি সোজা হইতে পারে।" কিন্তু বৃক্ষের মালিক উহা দিতে অনিচ্ছুক ছিল।

হজরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন "যদি তুমি এই বৃক্ষটি দান কর তবে এর পরিবর্তে বেহেস্তে বহু বৃক্ষ পাইবে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি বৃক্ষটি দিতে অস্বীকার করিল এবং হজরতও তাহাকে আর কোন হুকুম দিতে চাহিলেন না। সাবেত বিন দাহ্‌দাহ্‌ (রাঃ) নামক হজরতের অপর একজন যুবক সাহাবী যখন জানিতে পারিলেন যে, সেই বৃক্ষের পরিবর্তে বেহেস্তে বহু বৃক্ষ পাওয়া যাইবে তখন তিনি তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিয়া জান্নাতের বাগান লাভ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের মালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মূল্য স্বরূপ আমার নিকট হইতে আমার বাগানটি গ্রহণ করুন এবং তৎপরিবর্তে এই বৃক্ষটি আমাকে দান করুন। আর চাই কি! তক্ষনি সব কথা পাকাপাকি হইয়া গেল। সাবেত (রাঃ) কার্য সমাধা করিয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল আমি এই কাজ করিয়াছি।" তিনি প্রাচীর নির্মাণ-কারীকে সেই বৃক্ষটি দিয়া দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া হজরত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "সাবেতের জন্য বেহেস্তের উদ্যানে কতনা বৃক্ষ রহিয়াছে।"

অতঃপর হজরত সাবেত (রাঃ) স্বীয় উদ্যানের মধ্যে তাহার সহধর্মিনীর নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, "এস্থান হইতে বাহিরে চলিয়া আস। এই উদ্যানটি আমি বেহেস্তের একটি বৃক্ষের পরিবর্তে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি।" এই স্থলে সেই ভাগ্যবতী নারীর উত্তর প্রনিধানে যোগ্য। তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "ইহাত অত্যন্ত লাভজনক কাজ হইয়াছে।"

উপরোক্ত ঘটনাটি একদিকে যেমন শ্রদ্ধাস্পদ সাহাবীগণের আত্মত্যাগের পরিচয় দান করে অপর দিকে তেমনি তাঁহাদের ঈমান ও ঘন বিশ্বাস কোন স্তরে ছিল তাহারও মূর্ত্ত ছবি ফুটাইয়া তুলে। এক আর এক যোগ করিলে যোগ ফল দুই হয়, একথা যেমন সত্য হজরতের (দঃ) পবিত্র মুখ নিসৃত বাক্য তেমনি সত্য। মানব হৃদয়ে এরূপ নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে ভবিষ্যৎ জীবন লাভের আশায় বর্তমান বিষয় সম্পত্তি বিসর্জন দেওয়া কখনও সম্ভব নহে।

এই ঘটনাটির পাশাপাশি আমরা যদি বর্তমান যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মানুষ কত তুচ্ছ বিষয় লইয়া আত্ম কলহে লিপ্ত হয় এবং স্বার্থ ত্যাগ করাত দূরের কথা বরং মানুষ মানুষকে তাহার সঙ্গত এবং ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য আইনের কলা কৌশলের শরনাপন্ন হয় এবং নানা প্রকার ছল চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে। এই সব বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের মস্তক অবনত হইয়া আসে।

★

ইসলামের বিজয় রহস্য

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার চৌধুরী

ইসলাম বিশ্ব জনীন ধর্ম। ইহা কোন দেশ বা জাতি কিংবা সমাজ বিশেষের জন্যে আবির্ভূত হয় নাই। সকল জাতি ও বর্ণের ধনী এবং নির্ধণের সমুদয় ভেদাভেদের মুলে কুঠারাঘাত করে বিশ্ব মানবকে এক কাম্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতঃ এক অদ্বিতীয় আল্লাহতায়ালার উপাসনা দ্বারা জগতে শান্তি ও ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। ইসলামের জয় অর্থ, ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়। ইসলামের উন্নতি বলতে মুসলমানদের ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি বা সাম্রাজ্য গঠন নহে। ইসলামী বিধান পালনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিই ইসলামের প্রকৃত উন্নতি। যাঁর চেষ্টায় দিন দিন ইসলামী শিক্ষার আলোচনা ও প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তিনিই প্রকৃত খাদেমে ইসলাম। যাদের কল্যাণে মুসলমানদের পার্থিব গৌরব ও প্রতিপত্তি বাড়ছে, তাদিগকে খাদেমে কওম বলা যেতে পারে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্য্যন্ত মুসলমানগণ জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। উনবিংশ শতাব্দী থেকে মুসলমানদের আর সে গৌরব নাই। মুসলমানগণই যে বিজ্ঞানের বর্তিকা হস্তে সমগ্র জগতের অন্ধকার তাড়িয়েছিল, একথা এখন স্বপ্ন বলে বোধ হয়। সসাগরা ধরনী যে একদিন মুসলমানদের করতলগত ছিল, ঐতিহাসিক ব্যতীত একথা বর্তমান যুগে আর কেউ স্বীকার করতে চাইবে না।

কি করে মুসলমানগণ অতি অল্প দিনের মধ্যে সারা পৃথিবীতে বিজয় পতাকা উড়ায়ে ছিল, অসভ্য বর্বর স্বল্প সংখ্যক আরবদের পক্ষে কি করে সম্ভবপর হয়েছিল সারা দুনিয়ায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা? কোন্ যাদুমন্ত্র তাঁরা শিক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা বিরাট জগতটাকে করতলগত করে ফেলেছিলেন? তাঁদের এই বিজয় রহস্য কি? মুসলমানগণ বড় হয়েছিল কোরআনের শিক্ষা ও রসুল করীম (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করে। তারা অধঃপাতে গিয়েছে আল্লাহ ও রসুল করীম (সঃ)-এর আদেশ পালনে অবহেলা করে। মুসলমানগণ আবার জাগবে দীনকে দুনিয়ার উপর মোকাদ্দম ক'রে ধন, মান, জ্ঞান, যশ, জীবন, মরণ আল্লার বাণী ও রসুলের উপদেশের অধীনে রেখে, দুনিয়ার মোহে শরীয়ত মোহাম্মদীর (সাঃ) পরিবর্তন বা অবহেলা না করে। প্রাথমিক মুসলমানগণ ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করে কৃপণের ধনের মত উহাকে গৃহকোণে লুকায়ে না রেখে বিশ্ব মানবকে বিলায়ে দিবার জন্যে পাহাড় পর্বত নদনদী ও সমুদ্রের বাঁধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে দিগ্বিদিকে উল্কাপিণ্ডের মত ছড়ায়ে পড়েছিলেন। তাঁদের ইমানের তেজে তাঁদের অদ্ভুত পূর্ব কর্মকুশলতায় ও তাঁদের প্রখর জ্ঞানজ্যোতিতে দেশের পরদেশ, নগরের পর নগর, তাঁদের করতলগত হয়েছিল ও অসংখ্য অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বর্বর জাতি সভ্যতার অলোক পেয়ে ধন্য হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য। আজ আর সে দিন নেই। আজ মুসলমানগণ শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মকলহে নিমগ্ন। এই অবসরে সুযোগ বুঝে ইসলামের চির শত্রুকুল সকলে এক যোগে উহাকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ—

"তোমদেরই প্রধান্য হবে, তোমরাই জয়ী হবে, যদি তোমরা মোমেন হও" আল্লাহতায়ালার এই কথার উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে প্রাথমিক মুসলমানগণ আল্লাহর ডাকে ইসলামের প্রয়োজনে আপন ধন জন প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নাই।

এই বিসর্জনকেই তারা শ্রেষ্ঠ অর্জন রূপে অলিঙ্গন করেছিলেন। পবিত্র কোরানের নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকেই আমরা মোমেন হওয়ার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারব।

"হে মোমেনগণ কি হয়েছে তোমাদের, যখন তোমাদিগকে আল্লাহর পথে অভিযান করতে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়, পরবর্তী জীবনের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান জীবন নিয়েই কি তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছ? এই পৃথিবীর সম্পদ পরকালের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যদি আমার পথে তোমরা অভিযান না কর তবে আমি তোমাদিগকে যাতনা পূর্ণ শাস্তি দিবেন। এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন তোমরা তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন। যদি তোমরা তাঁর সাহায্য না কর তবে শুন আল্লাহ তাঁর সাহায্য করেছিলেন সেই সময়, যখন কাফেরগণ তাঁকে বের করে দিয়েছিল—যখন তাঁর আর একজন ব্যতিরেকে কোন সঙ্গি ছিল না—যখন তিনি এবং তাঁর একটি মাত্র সঙ্গি একটি গর্তে আশ্রয় লয়েছিলেন—যখন তিনি তাঁর সঙ্গিকে অভয় দিতে ছিলেন, 'কোন ভয় নাই আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আছেন'—তখন আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলেন এবং এই রকম সেনা দিয়া তাঁর সাহায্য করেছিলেন যা তোমরা দেখতে পাওনা, এবং অবিশ্বাসী কাফেরদের বাক্যকে নীচ করে দিয়ে ছিলেন, আর আল্লাহর বাক্যকেই উচ্চ করেছিলেন, এবং আল্লাহ প্রবল, বিজ্ঞ। অভিযান কর তোমরা হাল্কা ভাবে, অথবা ভারী ভাবে, এবং সংগ্রাম কর তোমাদের ধন দিয়ে এবং প্রাণ দিয়ে আমার পথে। এইরূপ করলেই তোমাদের কল্যান হবে। যদি তোমরা বুঝতে পার।" কোরানের এই পবিত্র বাণী থেকে বুঝা যায় যে, তৎকালীন মুসলমানগণ আল্লাহর ডাকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদেশে ধন জন এমন কি নিজের জীবনকে হাজির করে দিতেন, কোন উজর আপত্তি করতেন না, উজর আপত্তি যারা করত তারা মোমেন বলে গণ্য হত না। মরণকে তাঁরা বরণ করে নিয়েছিলেন। আল্লার বাণী ও রসুলের আদর্শকেই তাঁরা বড় মনে করেছিলেন, তাঁরাই মোমেন হয়েছিলেন। তাই 'তোমরাই জয়ী হবে, যদি তোমরা মোমেন হও'—আল্লার এই পবিত্র বাণীর স্বার্থকতা তাঁদের জীবনে ফুটে উঠেছিল। সেই মহান আদর্শ মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হতে শিক্ষা করে ছিলেন—"আল্লার রজ্জুকে সকলে মিলে দৃঢ়ভাবে ধর।" প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, আল্লার এই রজ্জুটা কি? হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে অমর ধামে চলে গেলেন, তখন তাঁর পুত জড়দেহ সমাহিত হবার পূর্বেই তাঁর সাহাবীগণ একজনকে প্রতিনিধি হিসাবে খলিফারূপে বরণ করে নিলেন। এই খলিফা বরণ করার কাজে তাঁরা আল্লার ইচ্ছারই বাহ্য উপলক্ষ মাত্র করে ছিলেন। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে খেলাফতের আধিপত্য একচ্ছত্র। খেলাফতের এই একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নেওয়ার মধ্যেই মোসলমানদের বিজয় রহস্য নিহিত ছিল। একজন নেতার অধীনে সমস্ত জাতির একত্র হওয়ার মধ্যেই জাতির উন্নতি নির্ভর করে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আরবের সেই অশিক্ষিত মুষ্টিমেয় আরবদিগকে শিখায়ে দিয়েছিলেন ইসলামের এই বিজয় রহস্যটা এই শিক্ষা ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। জামাত নামাজের মধ্যেও এই শিক্ষারই বাস্তবায়ন ঘটেছে।

★

অন্তর্মুখী

মোহাম্মদ
মোস্তফা আলী

'মানুষই ভুল করে'

সব দেশেই একটা কথা প্রচলিত আছে 'মানুষই ভুল করে'। সৃষ্টির সেরা মানুষ। তার বেলাতে এরূপ একটি কথা কেন সবাই বিনা দ্বিধায় সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে তা গভীর ভাবে তলিয়ে দেখা দরকার।

সৃষ্টিকে মোটামুটি শক্তি, [যেমন বিন্দুতে, উত্তাপ ইত্যাদি] জড় এবং জীবন এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য জীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে—গাছবৃক্ষ, পোকামাকড়, পশুপাখী ইত্যাদি প্রাণী ও মানুষ। শক্তি, জড়, গাছবৃক্ষ এবং পোকামাকড় ও পশুপাখী ইত্যাদির কারো বেলায় ভুল ভ্রান্তির কথা ওঠে না কেন এই প্রশ্নের উত্তর খোজলেই মানুষই কেন ভুল করে তা উপলব্ধি করা সহজ হবে। শক্তি ও জড় পদার্থের জীবন নেই। নিজের ইচ্ছায় কোন কিছু করা না করার ক্ষমতাও নেই। তাই এরা ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে। জীবনের সাথে ভুল ভ্রান্তির প্রথম ও প্রধান সংযোগ থাকা সত্বেও জীবন থাকলেই ভুলভ্রান্তি করবে তাও ধরে নেওয়া যায় না। যদি তাই হতো তবে গাছবৃক্ষ, পোকামাকড়, পশুপাখী ইত্যাদির বেলাতেও ভুল ভ্রান্তির কথা ওঠতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভুল ভ্রান্তি করাও জীবনের সাথে আরো কিছুর সংযোগ রয়েছে যা মানুষের মধ্যেই দেখা যায়, অন্য কিছুর মধ্যে পাওয়া যায় না। এই 'আরো কিছুর' সন্ধান পেলেই ভুলভ্রান্তিরত আদম সন্তানের কেন একচেটিয়া অধিকার তা বুঝা যাবে। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে মানুষের কর্মের সাথে বুদ্ধি বিবেচনা, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান অভিজ্ঞতার বিশেষ সংযোগ রয়েছে যা অন্যান্য প্রাণীর বেলায় বড় একটা দেখা যায় না। এখানে আরো দু'টো বিষয় ভাববার আছে। বুদ্ধি বিবেচনা, জ্ঞান অভিজ্ঞতা সবার সমান নয়। তা'ছাড়া সাধ্যসাধনার দ্বারা এসবের পরিধি ক্রমাগত বাড়ানো যেতে পারে। আদম সন্তানকে জীবন পথে চলতে ওসব খাটাতে হয় যা অন্যদের করতে হয় না। এতসব খাটাতে গিয়েই সে ভুল ভ্রান্তি করে বসে। এসব না থাকলে তার জীবনেও ভুল ভ্রান্তির কোন কথা ওঠতো না। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, ব্যক্তি যেমন ভুল করে, জাতিও ভুল করে। ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং এই নিয়ে আলোচনা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

জীবশ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টির পর স্রষ্টা মানুষকে ভুলের ঘুর্ণিচক্রে কেন ফেলে দিলেন তাও তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভুলভ্রান্তির প্রশ্ন জড়িত থাকাতেই মানব জীবন সুন্দর সুষমাময় ও গতিশীল হয়েছে।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

পূর্ব বাংলায় আহমদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস

মৌলভী মির্জ্জা আলী আখন্দ বি, এস, সি

হযরত মৌলানা তালেব হুসেন (রঃ)

মানুষের জীবন ক্ষনিকের তরে। মানুষ জন্ম নেয়। জন্মের সাথে নিয়ে আসে মৃত্যু। তার পর সে চলে যায় এ নশ্বর পৃথিবীর মায়ামোহ কাটিয়ে। মানুষ চলে যায় কিন্তু তার কীর্তি রেখে যায় মানবের তরে। আমরা "পূর্ব বাংলার আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস" শিরোনামায় ধারাবাহিক ভাবে সেই সমস্ত ঘটনাবলী প্রকাশ করিব। (ইনশাআল্লাহ্‌) (সম্পাদক)। কোন এক কবি গাহিয়াছিলেন :—

"তুমি ফিরবেনা তা জানি
তা জানি
তবু তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক
প্রদীপখানি।
তুমি গাঁথবেনা মালা তা জানি
মনে মনে
তবু ফুটুক মুকুল তোমার
বকুল বনে॥

হযরত মৌলানা তালেব হুসেন (রহঃ) আজ হইতে প্রায় ২৬ বৎসর আগে ১৯৪৩ ইং সনে নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয়তম মৌলার সন্নিধানে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজও তাঁহার পবিত্র স্মৃতি তাঁহার সংস্পর্শে আসার প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁহার সহিত পরিচিত প্রত্যেকটি মোমেনের হৃদয়ে চির জাগরূক। তাঁহার প্রতিভা দীপ্তও বিরাট ব্যক্তিত্ব বিকাশক চেহারা মোবারক আজও আমাদের মানস-পটে অম্লান। তাঁহার উপদেশ তাঁহার অমৃতবাণী

(অন্তর মুখীর অবশিষ্ট্য)

ভুল করলে তার জীবনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাকে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। এসব হতে বাঁচার জন্য সে ভুল না করার জন্য সতর্ক থাকে। এই সতর্কই তার জীবনে গতিশীলতা এনেছে। যার দরুন সে বুদ্ধি বিবেচনার উৎকৃষ্ট সাধনে ব্যস্ত হয়, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় রত হয় অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়ে চলে। তা'ছাড়া ভুল করে যখন বুঝতে পারে তখন সে অনুশোচনা ও অনুতাপের আগুনে জ্বলতে থাকে, অনবরত আস্তাগফার পড়তে থাকে এবং ভবিষ্যত জীবনকে আরো সুন্দর, শোভন করে গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞা নেয় ও নিখুঁদ আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আদর্শ ও আন্তরিকতা তার জীবনে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা বহুলাংশে কমিয়ে দেয় ও ইহাকে সুষমায় ভরে তোলে। ভুল না করলে হয়ত এসব গুনের বিকাশই হতো না।

মানুষকে ভুলভ্রান্তির কুফল হতে রক্ষার জন্যই স্রষ্টা নবী রসুল পাঠিয়ে থাকেন। অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও যদি ভুল ভ্রান্তির উর্দ্ধে হতো তবে তাদের জন্য নবী রসুলের কোন প্রয়োজন হতো না। যেমন অন্যান্য প্রাণীদের বেলায় প্রয়োজন হয়নি। ভুলভ্রান্তির কুফল হ'তে বাঁচতে হলে নবী রসুলদের আদর্শ অনুসরনের সাথে অনুতাপ অনুশোচনায় নিজেকে সংশোধন করে নেওয়ার জন্য সর্বদা তৎপর হতে হবে।

এই তৎপরতা শুধু ব্যক্তি জীবনে নয়, জাতীয় জীবনেও পুরোপুরি থাকা চাই। তা না হলে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই অধপতন ঘটে। ব্যক্তি বা জাতির জন্য ভুল করার চেয়েও ভয়াবহ হলো অনুতাপ অনুশোচনা এবং সংশোধনকে জীবন হতে অস্বীকার করা। এরূপ 'অস্বীকার' হলো জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। এ ভুলের পরিনতি হলো চরম অধপতন।

আজো অদৃশ্য জগত হইতে আমাদিগকে আহমদীয়াতের পয়গামকে সকল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ইসলামের শিক্ষা ও পতাকাকে সর্বত্র সমুচ্চ ও মহিমা মণ্ডিত করিয়া রাখিবার জন্য অনুপ্রাণীত করিয়া থাকে। তাঁহার কুয়্যতে কুদসিয়া বা পবিত্র করণী শক্তি আমাদের দিলে চির কার্যকরী থাকিবে। তাঁহার চলার পথে পানে চাহিয়া আমরা নিয়তই তাঁহার উদ্দেশ্যে গান গাহিয়া মালা গাঁথিব। তাঁহার পবিত্রস্মৃতি স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলিব। আমাদের বিরহী আত্মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিবে, "ভুলি নাই ভুলি নাই। তুমি অমর হে মহামানব।" পৃথিবীতে যে সকল ক্ষণ জন্মা ওলী জন্ম গ্রহণ করিয়া হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর শিক্ষা ও বাণীকে তাজা ও জিন্দা রাখিয়াছেন পৃথিবীর নীচতা হীনতা পাপ ও জুলুমের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই করিয়া মানবতাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং যাহাদের সংস্পর্শে আসিলে মানব হৃদয় উন্নত ও আলোকিত হইয়া উঠে হযরত মৌলানা তালেব হুসেন (রহঃ) ছিলেন তেমনি একজন ওলী। তিনি আহমদীয়াত কবুল করিয়া মাত্র ৫-৬ বৎসর জীবিত ছিলেন কিন্তু এই অল্পকালে তাঁহার মধ্যে আল্লাহতা'য়ালার যে জালালী ও জামালী গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহাতে আহমদী ও গয়ের আহমদী নির্বিশেষে সকলেই বিস্ময়াবিস্ট ও সন্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মনে হইত যে কিশোরগঞ্জ মহকুমায় আল্লাহতায়ালায় কুদরতের একটি নিশান প্রকাশিত হইয়াছে।

আজ দীর্ঘ ২৬ বৎসর পর তাঁহার পবিত্র জীবন লিখিতে গিয়া তাঁহার প্রতিটি কথা প্রতিটি কাজ প্রতিটি হাসি আমার হৃদয়কে আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি বাণী আমাদের অন্তর জগতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে। মনে হয় অজো তিনি আমাদের মাঝে আছেন। তাহার জীবন, তাহার আদর্শ আমাদের জন্য সর্বদা আলোক বর্তিকা ও পথের দিশারী হিসাবে কাজ করিবে।

আহমদীয়াত গ্রহণ করিবার আগের জীবনী

হযরত মৌলনা তালেব হুসেন (রহঃ)-এর জীবন বিচিত্রময়, বিশেষতঃ তাঁহার আহমদীয়াত গ্রহণের অল্প কয়েক বৎসরের জীবন বড়ই আনন্দদায়ক ও ঈমাণ উদ্দীপক এবং বিশ্বাসীদে জন্য অনুকরনীয়।

মৌলভী সাহেব ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার কটিয়াদী থানার অধীন প্রেমারচরে এক সুপ্রসিদ্ধ ও সম্মানী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। এই পরিবার বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ দীনি শিক্ষার দিকে তাহাদের বিশেষ ঝোঁক ও প্রচেষ্টা ছিল।

মৌলভী তালেব হুসেন সাহেব (রহঃ)-এর পিতা মৌলভী আহসান উল্লাহ্ সাহেব এই এলাকার মধ্যে বিশেষ সম্মানী, অবস্থাপন্ন, বুদ্ধিমান এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা তিন ছেলের মধ্যে দুই ছেলেকেই তিনি দীনের উচ্চতম শিক্ষা দান করেন। মৌলভী সাহেবের সবচেয়ে ছোট ভাই মৌলভী মাহতাব হুসেন সাহেবকে তিনি হিন্দুস্থান হইতে টাইটেল পাশ করাইয়া আরবীতে হেকেমী শাস্ত্রের উচ্চ ডিগ্রী পর্যন্ত অধ্যায়ন করান। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নাই। মৌলভী সাহেবের মেঝভাই জনাব ইমাম হুসেন সাহেব তাঁহারই সাথে আহমদী হন। তিনি নিরক্ষর ব্যক্তি, কিন্তু ঐশীজ্ঞানে ভুষিত। তাহার কথা পরে আসিবে। কারণ এই দেশের আহমদীয়াতের ইতিহাসে ও মৌলভী সাহেবের জীবন রচনায় এই নিরক্ষর লোকটির দান উপেক্ষানীয় নয়। জনাব মৌলভী সাহেব ঢাকা মহসিনিয়া মাদ্রাসায় জামাতে উলা পর্যন্ত পড়িয়া জ্বরের জন্য আর সেখানে পড়া-শুনা করিতে পারেন নাই। ইহার পরে তিনি হিন্দুস্থান রিয়াসতে রামপুরে মৌলনা ফজলে হক খয়ারবাদীর ছেলে সুপ্রসিদ্ধ আলেম মৌলনা আবদুল্লাল খয়রাবাদীর নিকট পাঁচ বৎসর পড়া-শুনার পর আরবীতে এম, এ সমকক্ষ ডিগ্রি নিয়া সনদ সহ দেশে ফিরিয়া আসেন। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি নিজ বাড়ীতে একটি ফ্রি দারুল উলুম মাদ্রাসা পরিচালনা করেন। সেখানে টাইটেল পাশ মৌলানারাও তাঁহার নিকট কোরআন, সিয়াহ-সিত্তাহ্র হাদিস ও মসনবি শরীফ অধ্যয়ন করিতেন।

★

ছোটদের মহফিল

কথা ও কাজ

আমাতুল কাইয়ুম

কথার সাথে কাজের সংগতি না থাকিলে সে কথার কোন মূল্য নাই। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, "তোমরা যাহা না কর তাহা কেন বলিয়া থাক" নবীরসুলগণও এইভাবে নমুনা দেখাইয়াছেন। হজরত ইবরাহীম (আঃ) শৈশব হইতে প্রতিমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতেন এবং তার সাথে তিনি তাঁহার জাতিকে সেইগুলির উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন ফলে তাঁহার জাতি স্তম্ভিত হইয়াছিল। আমাদের মহানবী (সাঃ) ও এইরূপ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষ একে অপরের ভাই। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সকলেই সমান। কাজের দ্বারা তিনি ইহার আদর্শ দেখাইয়াছেন। হাবসী বেলালকে সম্মান করিয়াছেন। ক্রীতদাস যায়েদের সাথে পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা আহ্মদী। দুনিয়ার কোনায় কোনায় ইসলাম তথা শান্তির ধর্মকে কায়েম করিবার জন্য আল্লাহ্তায়ালা এই জমাত কায়েম করিয়াছেন। দুনিয়ার সকলকে এক স্থানে একত্রিত করিতে হইলে সবচেয়ে সহজ নিয়ম হইল নিজের আমল বা কাজ দ্বারা তাহা করিয়া দেখান। এই কথা মুখে সহজ হইলেও ফলতঃ সহজ নহে। ছোট ছোট বিষয়ে প্রথমতঃ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। পশ্চাত্য জাতি ভাল করিয়া অবগত আছে যে, আমাদের পবিত্র গন্থ কোরআন শরীফের তুলনা নাই। কিন্তু আজ আমরা পবিত্র কোরআনের উপদেশ পালন করি না বলিয়া সহজে তাঁহাদিগকে এই দিকে আকৃষ্ট করা যাইতেছেনা। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সাহাবাদের নিকট টাকা পয়সা বা ধন দৌলত ছিল না এবং বর্তমান কালের মুসলমানদের মত আরাম আয়েশে দিন কাটাইতেন না। তথাপি বর্বরদিগকে সুসভ্য এবং ইসলাম সেবার অগ্রদূত হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার আদেশ কোন মুসলমান না জানে এবং এর উপকার সম্বন্ধে কে না অবগত আছে। কিন্তু কতজন ইহা পালন করিতেছে? আর যাহারা পালন করিতেছে তাহাদের মধ্যে বা কতজন ইহার শর্ত বজায় রাখিয়া ইহা পালন করিতেছে?

যদি আমরা আমাদের নির্দ্ধারিত কাজ পালন করি তবে অন্যায় কাজ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া খোদাতালার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইব।

সরল জীবন যাপন

সৈয়দা আমাতুল আজিজ (আর্জু)

একটা মহৎ সহজ সরল জীবন যাপন ক'রে মিতব্যায়ী হওয়া একটা মহৎ গুন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন, "পৃথিবীতে গরীব এবং পথিকের ন্যায় বাস কর।"

তিনি তাঁহার কথাকে কাজে পরিণত করে দেখিয়েছেন। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মানব এবং দুই জাহানের বাদশাহ হইয়াও তিনি অত্যান্ত সরল জীবন যাপন করিয়াছেন। আজকাল মানুষ আরাম আয়েশের জন্য বহু আপব্যয় করে; অপর দিকে তাদেরই ভাই অনাহারে দিন অতিবাহিত করে। পোশাক পরিচ্ছদ এবং আসবাবের জন্য একটা মোটা অঙ্কের টাকা হয়। ইলামের উন্নতি কল্পে যৎসামান্য খরচ করাটা যেন কষ্টকর দাঁড়ায়। বর্তমান দুনিয়া সঙ্কটময় মূহুর্তে পৌঁছিয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানা প্রকার কলা কৌশল অবলম্বন করেও মানুষ শান্তি লাভ করতে পারে নাই। জীবন যাত্রা প্রণালী সহজ সরল করার মাধ্যমে এর কিছুটা লাঘব হতে পারে। সহজ সরল জীবন যাপনে ইসলামের সেবা অনেক করা যায়। প্রথমতঃ মহা নবীর পবিত্র উপদেশ পালন হয়। দ্বিতীয়তঃ অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকা ইসলামের উন্নতির জন্য খরচ করা। তাহরীকে জদীদ আমাদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর এক বিরাট কৃতিত্ব। দুনিয়ার কোণায় কোণায় ইসলাম প্রচার করার প্রকল্পে তিনি এই তাহরীক জারী করেছেন। ইহা সফল করার জন্য বহু টাকার দরকার। তিনি জামাতকে উপদেশ দিয়েছেন। মিতব্যয়ী হবার জন্য এবং সরল জীবন যাপন করার জন্য।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) অতি সরল জীবন যাপন করেছেন। দিল্লীর বাদশা নাসির উদ্দীন সরল জীবন যাপনের কথা কে না জানে।

সুতরাং সকল আহ্মদী ভাই বোনদের কর্তব্য সহজ প্রণালীতে জীবন যাপন করা এবং সঞ্চিত অর্থের দ্বারা ইসলামের সেবায় অগ্রসর হয়ে খোদাতালার ফজল লাভ করা।

॥ প্রশ্নোত্তর বিভাগ ॥

গেল বারের উত্তর

১। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ২৫ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ করেন।

২। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রথম স্ত্রীর নাম হযরত খাদীজা (রাঃ)।

৩। নবুওত লাভের পূর্বে তিনি হেরা গুহায় এবাদত করতেন।

৪। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুওত লাভ করেন।

৫। হযরত খাদিজা (রাঃ)।

এবারের প্রশ্ন

১। কোন স্বাধীন পুরুষ সর্ব প্রথম হযরত (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনেন?

২। গোলামদের মধ্যে কে সর্ব প্রথম হযরত (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনেন?

৩। ছোটদের মধ্যে সর্ব প্রথম হযরত (সাঃ)-উপর কে ঈমান আনেন?

৪। হিযরতের সময় রসুল করীম (সাঃ) কোন গুহায় আশ্রয় নেন?

৫। হিযরতের সময় গুহায় রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে কে ছিলেন?

যারা ঠিক উত্তর দিয়েছে

দিনাজপুর হতে ঃ—এস, এম, নাসরুল্লাহ

সুন্দরবন হতে ঃ—মমতাজ খানম, ওয়াসিকুর রহমান।

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) হতে ঃ—মাহ্মুদুল হাসান।

নারায়ণগঞ্জ হতে ঃ—হাফেজ উদ্দিন আহ্মেদ, সাইদা খানম, মনিরউদ্দিন আহ্মেদ, আবদুল কাদের।

ময়মনসিংহ হতে ঃ—আতাহারুজ্জমান, রত্তনক আরা পারভীন, কামরুল আক্তার খান, আশরাফুজ্জমান, আবদুল হান্নান, হাকিম পারভীন, এনামুল হাকিম শাহীনা হাকিম, মমতাজ বেগম, আসাদুল্লাহ্, আশেক উল্লাহ্, খালেদ আহ্মদ, লুৎফা বেগম, রোকেয়া বেগম, শাফী আহ্মদ।

ঢাকা হতে ঃ—মাহ্মুদা খাতুন, আয়েশা, দিলরুবা, মনওয়ার, সায়েমা, মাহতাব, রুকসানা, মোসাম্মৎ আয়েশা খাতুন, মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন, মোহাম্মাদ বজলুর রহমান।

বাসুদেব (কুমিল্লা) হতে ঃ—আনোয়ারুল ইসলাম।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে ঃ—রাজিয়া বেগম, বিলকিস বেগম, আয়েশা খানম, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাহ্মুদা আখতার, হাসিনা বেগম, গুল শাহানারা বেগম, আমজাদ হোসেন ওয়াহিদুর রহমান, আনিসুর রহমান, খালেদা ইয়াসমিন, হারুনুর রশীদ, বশিরুর রহমান, তৌফিক আহ্মদ।

চট্টগ্রাম হতে ঃ—কামাল উদ্দীন, আমতুল লতীফ, শাহীদাতুল জান্নাত, আমতুল কাইয়ুম, বাসিরাল হাসান সিরাজী, মঈনুদ্দীন আহামেদ সিরাজী।

রংপুর হতে ঃ—মোহাব্বত হোসেন, সিয়াস উদ্দিন, নিলুফার ইয়াসমিন, রেহানা বেগম, আবদুল বাসেত, বেগম সাল্মা, আবদুল কাইয়ুম, মাহ্বুব-উল-ইসলাম।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.